`

Bangladesh Form No. 3701

HIGH COURT FORM NO.J (2)

HEADING OF JUDGMENT IN ORIGINAL SUIT/CASE

District- চট্টগ্রাম।

In the court of সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত ও

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত ট্রাইবুনাল, পটিয়া আদালত, চট্টগ্রাম।

Present: জনাব মোঃ হাসান জামান**, সিনিয়র সহকারী জজ ও**

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত ট্রাইবুনাল, পটিয়া আদালত, চট্টগ্রাম।

বুধবার the ৩১ day of আগস্ট **, ২০২২**

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পন ট্রাইব্যুনাল মামলা নং- ৭৮৬/২০১২, ৩৩৫৯/২০১২ ও ৬৭৬৭/২০১২

১. শ্রী মিলন কান্তি ভট্টাচার্য্য গং ০২ জন

২. অমল কান্তি চক্রবর্তী

৩. মদন মোহন ভট্টাচার্য্য Plaintiff (s)/ Petitioner(s)

-Versus-

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পক্ষে

জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম ও অন্যান্য Defendant (s)/ Opposite Parties

This suit/ case coming on for final hearing on ১৬/০১/২০১৮ খ্রিঃ; ০৩/০৫/২০১৮ খ্রিঃ; ০২/০৭/২০১৮ খ্রিঃ, ২৪/০৪/২০১৯ খ্রিঃ; ১৪/০৭/২০১৯ খ্রিঃ ; ০৪/০৮/২০১৯ খ্রিঃ, ১৫/০১/২০২১ খ্রিঃ; ২৫/০৫/২০২২ খ্রিঃ ; ১৭/০৫/২০২২ খ্রিঃ; ১৭/০৫/২০২২ খ্রিঃ; ।

In presence of

১. জনাব বলরাম কান্তি দাশ

২. জনাব আশীষ কুমার চৌধুরী

৩. জনাব মিন্টু আচার্য্য (রঞ্জন) ----------Advocate for Plaintiff/ petitioner

১. জনাব মোঃ কামাল উদ্দিন, বিজ্ঞ ভি.পি কৌসুলি (জি.পি)

---------- Advocate for Defendant/ Opposite party

and having stood for consideration on this day, the court delivered the following judgment:-

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ ট্রাইব্যুনাল মামলা নং- ৩৩৫৯/২০১২ মামলার গত ২৬/১১/২০১৭ খ্রিঃ তারিখের ৩০ নম্বর আদেশ ও ১৮/০৩/২০১৮ ইং তারিখের ৩৩ নম্বর আদেশ মতে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে, অত্র মামলাটি অত্রাদালতের অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ ট্রাইব্যুনাল মামলা নং- ৭৮৬/২০১২ ও ৬৭৬৭/২০১২ নম্বর মামলার সঙ্গে Analogous Trial হবে।

ইহা তিনটি অর্পিত সম্পত্তি অবমুক্তির প্রার্থনায় আনীত মামলার এনালোগাস রায় ।

ট্রাইব্যুনাল মামলা নং ৩৩৫৯/২০১২ এর দরখাস্তকারী পক্ষের আরজির সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে,

চট্টগ্রাম জেলার চন্দনাইশ থানাধীন **কুলালডেঙ্গা** মৌজার 'ক' তফসিল সংক্রান্ত অর্পিত সম্পত্তির গেজেট তালিকায় ৪৭৪ ও ৪৯৪ নং ক্রমিকে প্রকাশিত ১ ও ২ নং তফসিল বর্নিত আর এস ১৪৪২, ৯৯৯ ও ১৩৫৭ নং খতিয়ানভুক্ত সম্পত্তির মালিক ছিলেন নগেন্দ্র। নগেন্দ্রের মৃত্যুতে কন্যা বিন্দুবাসী চক্রবর্তী মালিক হন। বিন্দুবাসীর সাথে গনেশের পুত্র বিজয় চক্রবর্তীর বিবাহ হয় এবং ঘরজামাতা হিসাবে বসবাস করতে থাকে। নগেন্দ্র তৎ ঘর জামাতা বিজয় চক্রবর্তী বরাবর ১৮/০১/১৯৪৫ ইং তারিখে একটি রেজিষ্ট্রিকৃত উইলনামা সম্পাদন করেন।

উক্ত বিজয় কৃষ্ণ চক্রবর্তী তৎ কাকাতো ভ্রাতা অর্থাত যোগেশের পুত্র অমল কে ১৮/০২/১৯৪৯ ইং তারিখে অরেজিষ্ট্রিকৃত মুক্তিনামা দিয়ে দখল হস্তান্তর করে ভারতবাসী হন। তদানুযায়ী বি এস ৪৮৩ নং খতিয়ান অমল চক্রবর্তীর নামে শুদ্ধভাবে প্রচারিত হয়। উক্ত মুক্তিনামা মূলে অমল চক্রবর্তী প্রবেট ৩১/১৯৮৭ নং মামলা আনয়ন করলে ১৮/১১/১৯৯১ ইং তারিখে প্রবেট মঞ্জুর হয়।

কুলালডেঙ্গা মৌজার আর এস ৯৪৭ নং খতিয়ানের আর এস ৩২৬৭ দাগের ০৮ শতক বাড়ি ভুমি সমান ।।. (আট আনা) অংশে দিগম্বরের পুত্র যোগেশ চন্দ্র ও গনেশের স্ত্রী সরলা বালা দেবী স্বত্ববান ও দখলকার ছিলেন। এছাড়া আর এস ১৩২৫ খতিয়ানে $\frac{৩২৭০}{৩৯৩২}$ দাগের ০৪ শথক পুকুর ভূমিতে সমান ।।. (আট আনা) অংশে দিগম্বরের পুত্র যোগেশ চন্দ্র ও গনেশ চন্দ্র মালিক ছিলেন। গণেশ ও সরলাবালার যাবতীয় সম্পত্তি একমাত্র পুত্র বিজয় কৃষ্ণ চক্রবর্তী প্রাপ্ত হয়। বিজয়কৃষ্ণ মরনে তৎ ত্যাজ্যবিত্তে স্ত্রী বিন্দুবাসিনী এককভাবে ভোগদখলকার থাকেন। বিন্দু বাসিনী তৎ যাবতীয় সম্পত্তি কাকা শ্বশুর যোগেশ চন্দ্র চক্রবর্তী বরাবর অর্পন করে ভারতবাসী হন। যোগেশের লোকান্তরে তিন পুত্র যথা অমল চক্রবর্তী , পরিমল চক্রবর্তী ও সলিল চক্রবর্তী ওয়ারীশ হন। অমল অত্র মামলার দরখাস্তকারী হন। বিন্দুবাসিনী ভারতবাসী হওয়ায় তাহার সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি তালিকার খ তফসিলের গেজেটে ৪১০ নং ক্রমিকে অন্তর্ভূক্ত হয়। পরবর্তীতে উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কে প্রার্থীগণ অবমুক্তির প্রার্থনা করিলে তাহাদের নামে পৃথক বি এস নামজারি খতিয়ান নং ১৫৯৬ সৃজন হয়। প্রার্থী ভারতবাসী বিন্দুবাসিনীর স্বত্ব ও স্বার্থ ভোগী বাংলাদেশে অবস্থানকারী ওয়ারীশ হন বিধায় তফসিলোক্ত সম্পত্তি অবমুক্তি পাবার অধিকারী।

ট্রাইব্যুনাল মামলা নং ৭৮৬/২০১২ এর দরখাস্তকারী পক্ষের আরজির সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে,

তফসিল বর্নিত নালিশী সম্পত্তির মূল মালিক ছিলেন নগেন্দ্র চন্দ্র । তাহার নামে আর এস খতিয়ান শুদ্ধরুপে প্রচারিত হয়। তিনি এক কন্যা বিন্দুবাসিনীকে রেখে মারা যান। পি.এস জরিপে তাহার যথাযথ হিস্যা মোতাবেত তাহার স্বামী বিজয় কৃষ্ণ চক্রবর্তীর নামে জরিপ পরিমিত আছে। উক্ত পি এস খতিয়ানে অত্র দরখাস্তকারীগনের পিতার নামে ।. চার আনা অংশ শরীকদার হিসাবে রেকর্ড হয়। অত্র আবেদনকারীগনের বসতবাড়ি ও নগেন্দ্র চন্দ্রের স্বত্বাংশীয় ভুমি পাশাশাশি এবং লাগানো। পরবর্তীতে ১৯৬৫ সনের পূর্বে উক্ত বিজয় চক্রবর্তী ও বিন্দুবাসিনী ভারতবাসী হলে, তাহাদের ত্যক্ত সম্পত্তি অত্র দরখাস্তকারীগনের পূর্ববর্তী বরাবর অর্পণ করে যান। ঐ সময়ে বিভিন্ন আইনী জটিলতার কারনে বিন্দুবাসিনী হতে কোন কবলা নেওয়া সম্ভবপর হয়নি। দরখাস্তকারীগনের পিতা হরকিশোর তফসিলী সম্পত্তি ইজারা গ্রহনের বহু পূর্ব থেকে ভোগদখল করে আসিতেছেন। উক্ত হরকিশোর এর পিতা রামকৃষ্ণ ও আর এস রেকর্ডী নগেন্দ্র চন্দ্রের পিতা ত্রিপুরাচরণ পরস্পর সহোদর ভ্রাতা ছিলেন। তাদরে পিতার নাম ভোলানাথ ভট্টাচার্য্য। ফলে প্রার্থীগণ নগেন্দ্রের কাকাতো ভ্রাতার পুত্র হিসাবে তাহার ওয়ারীশ হয়।

হরকিশোর এর মৃত্যুর পর দরখাস্তকারীগণ ওয়ারীশ হিসাবে তফসিলী সম্পত্তি সহ অনালিশী সম্পত্তি যৌথভাবে ভোগ দখল করতে থাকেন। উক্ত সম্পত্তি পরবর্তীতে শত্রু সম্পত্তি হিসাবে বিবেচিত হলে, ১ নং আবেদনকারী তাহার নামে ১২/৮৫-৮৬ মামলা মূলে লিজ গ্রহন করেন এবং সেই থেকে নালিশী সম্পত্তিতে মালিক ও দখলকার আছেন। প্রার্থীগণ তফসিলী খতিয়ানে সহ-শরীকদার হওয়ায় এবং লীজমুলে নালিশী সম্পত্তির দখলে থাকায় অবমুক্তি পাওয়ার অধিকারী।

ট্রাইব্যুনাল মামলা নং ৬৭৬৭/২০১২ এর দরখাস্তকারী পক্ষের আরজির সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে,

নালিশী আর এস ১৪৪২ নং খতিয়ানভুক্ত সম্পত্তির মালিক ছিলেন নগেন্দ্র। নগেন্দ্রের মৃত্যুতে কন্যা বিন্দুবাসী চক্রবর্তী মালিক হন। বিন্দুবাসীর সাথে বিজয় চক্রবর্তীর বিবাহ হয়। নগেন্দ্রে বিজয় কৃষ্ণ কে ঘরজামাতা হিসাবে রাখেন। নগেন্দ্রের মৃত্যুতে তৎ একমাত্র কন্যা বিন্দুবাসিনী ওয়ারীশ থাকে এবং বিন্দুবাসিনী তৎস্বামী সহ পৈত্রিক ভিটিভুমিতে একত্রে বসবাস করতে থাকে।

পরবর্তীতে বিজয় কৃষ্ণের মৃত্যুর পর বিন্দুবাসিনী একাই উক্ত সম্পত্তি ভোগদখল করতে থাকেন। বিন্দুবাসিনী মৃত্যুবরণ করলে তাহার ত্যক্ত সম্পত্তি সংলগ্ন প্রতিবেশী ও নগেন্দ্র চন্দ্রের জ্ঞাতী বংশীয় দরখাস্তকারী মদনমোহন ভট্টাচার্য্য তফসিলোক্ত সম্পত্তি দেখাশুনা ও ভোগদখলে নিয়ত থাকেন। ভি.পি মামলা নং ১১/৮৫-৮৬ মূলে তফসিলোক্ত সম্পত্তির ইজারা গ্রহণ করেন। এভাবে ইজারামূলে দরখাস্তকারী তফসিলোক্ত সম্পত্তি সন সন খাজনাদি আদায়ে ভোগদখলে নিয়ত থাকেন। তফসিলোক্ত সম্পত্তি তাহার স্বত্বী দখলীয় ও ইজারামূলে ভোগদখলে থাকায় দরখাস্তকারী উহা অবমুক্তি পাবার অধিকারী।

তিনটি মামলায় ১-৫ নং প্রতিপক্ষ/সরকার বিবাদী লিখিত আপত্তি দাখিলপূর্বক মোকদ্দমায় প্রতিযোগিতা করেন। লিখিত আপত্তির মূল বক্তব্য নিম্নরুপ-

নালিশী ভূমির আর.এস রেকর্ডি মালিক ও তার ওয়ারীশগণ ১৯৬৫ সনে পাক-ভারত যুদ্ধকালে দেশ ত্যাগ করে ভারতবাসী হয় ও এদেশে ফিরে না আসায় তা অর্পিত সম্পত্তির তালিকাভুক্ত হয়। সরকার ভিপি মামলা নং ১১/৮৫-৮৬ এবং ১২/৮৫-৮৬ মূলে জনৈক ব্যাক্তি কে একসনা লীজ প্রদান করে। ইজারাদার নালিশী ভুমিতে সরকার কে সন সন খাজনাদি পরিশোধে সরকারের মালিকানা ও স্বত্ব দখল স্বীকারে ভোগ দখলে আছে। নালিশী সম্পত্তি সরকারী সম্পত্তি। নালিশী ভূমিতে প্রার্থীদের কোন স্বত্ব-স্বার্থ নাই এবং প্রার্থীগণ নালিশী ভূমি অবমুক্তির প্রতিকার পেতে পারে না।

অত্র মোকদ্দমাটি সুষ্ঠু নিষ্পত্তির স্বার্থে আদালত কতৃক নিম্নলিখিত বিষয় বিচার্য বিষয় হিসাবে নির্ধারন করা হলো।

বিচার্য বিষয় ঃ **(ট্রাইবুন্যাল মামলা নং-৩৩৫৯/২০১২)**

১। প্রার্থী তাহার প্রার্থনা মতে তপশীলোক্ত ভূমি অবমুক্তির আদেশ পেতে অধিকারী কিনা?

বিচার্য বিষয় ঃ **(ট্রাইবুন্যাল মামলা নং-৭৮৬/২০১২)**

১। প্রার্থীগণ তাহাদের প্রার্থনা মতে তপশীলোক্ত ভূমি অবমুক্তির আদেশ পেতে অধিকারী কিনা?

বিচার্য বিষয় ঃ (ট্রাইবুন্যাল মামলা নং-৬৭৬৭/২০১২)

১। প্রার্থী তাহার প্রার্থনা মতে তপশীলোক্ত ভূমি অবমুক্তির আদেশ পেতে অধিকারী কিনা?"

সাক্ষ্য উপস্থাপন (ট্রাইবুন্যাল মামলা নং ৩৩৫৯/২০১২)

প্রার্থীপক্ষ তাহার মামলা প্রমানের জন্য ০১ (এক) জন মৌখিক সাক্ষী যথা **দেবরুপ চক্রবর্তী (Pt.W.1)** কে উপস্থাপন করেন । Pt.W.1 কর্তৃক দাখিলী নিম্নবর্নিত দলিলাদি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

১। আর এস **১৩৫৭, ৯৯৯** নং খতিয়ান ও বি এস ১৩২৮, ৭৯২, ৪৮৩ নং খতিয়ান এর সি.সি	প্রদর্শনী -১ সিরিজ
২। ২২/০১/১৯৪৩ ইং তারিখের ১ নং উইলের জাবেদা নকল	প্রদর্শনী ২
৩। ৩১/১৯৮৭ নং মামলার প্রবেটের কপি	প্রদর্শনী ৩
৪। ইউনিয়ন পরিষদের ওয়ারিশান সনদপত্র	প্রদর্শনী-৪
৫। সরকারী গেজেটের ফটোকপি	প্রদর্শনী-৫
৬। কুলালডেঙ্গা মৌজার ১৪৪২ নং আর এস খতিয়ানের সি.সি	প্রদর্শনী-৬
৭। ওয়ারিশান সনদপত্র ০৩ ফর্দ	প্রদর্শনী-৭ সিরিজ
৮। আম-মোক্তারনামা	প্রদর্শনী- ৮

সাক্ষ্য উপস্থাপন ঃ (ট্রাইবুন্যাল মামলা নং ৭৮৬/২০১২)

প্রার্থীপক্ষ তাহার মামলা প্রমানের জন্য ০২ (দুই) জন মৌখিক সাক্ষী যথা **মিলন কান্তি ভট্টাচার্য্য (Pt.W.1), শান্তিপদ ব্যানার্জি (Pt.W.2)** কে উপস্থাপন করেন। **Pt.W.1** কর্তৃক দাখিলী নিন্মবর্নিত দলিলাদি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

১। আর এস **১৩৫৭, ৯৯৯** নং খতিয়ানের সিসি	প্রদর্শনী -১ সিরিজ
২। বি এস ১৩২৮, ৭৯২ নং খতিয়ান এর সি.সি	প্রদর্শনী ২ সিরিজ
৩। খাজনার দাখিলা ০৩ ফর্দ	প্রদর্শনী ৩ সিরিজ
৪। লিজ চুক্তি ও ডি.সি আর ০৬ ফর্দ	প্রদর্শনী-৪ সিরিজ
৫। সরকারী গেজেটের ফটোকপি	প্রদর্শনী-৫
৬। ওয়ারীশান সনদপত্র	প্রদর্শনী-৬

সাক্ষ্য উপস্থাপন ঃ (ট্রাইবুন্যাল মামলা নং ৬৭৬৭/২০১২)

প্রার্থীপক্ষ তাহার মামলা প্রমানের জন্য ০১ (এক) জন মৌখিক সাক্ষী যথা **সমর ভট্টাচার্য্য (Pt.W.1)** কে উপস্থাপন করেন। **Pt.W.1** কর্তৃক দাখিলী নিন্মবর্নিত দলিলাদি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

১। গেজেটের ফটোকপি	প্রদর্শনী -১
২। জাতীয়তা সনদপত্রে মূলকপি	প্রদর্শনী ২
৩। কুলালডেঙ্গা মৌজার আর এস খতিয়ান নং, ১৪৪২ ও ১৪৪২/১ এর সি.সি	প্রদর্শনী ৩ সিরিজ
৪। বি এস ৪৬১, ৪৮৩, ৪৮১ নং খতিয়ানের সি.সি	প্রদর্শনী-৪ সিরিজ
৫। ডি. সি আর ৫ ফর্দ	প্রদর্শনী-৫
৬। লীজ এগ্রিমেন্টের মূল কপি	প্রদর্শনী-৬
৭। আম-মোক্তারনামা	প্রদর্শনী-৭
৮। জাতীপ পরিচয়পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি	প্রদর্শনী-৮
৯। আম-মোক্তারনামা	প্রদর্শনী-৯

অন্যদিকে, সরকার প্রতিপক্ষ ০১ (এক) জন মৌখিক সাক্ষী যথা কামরুল ইসলাম (Op.W.1) কে পরীক্ষা করেছেন এবং যে দালিলিক প্রমান দাখিল করেন তাহা প্রদর্শনী-ক ক্রমিক হিসাবে চিহ্নিত হয়।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ (ট্রাইবুন্যাল মামলা নং ৩৩৫৯/২০১২)

দেবরুপ চক্রবর্তী (Pt.W.1) এবং **কামরুল ইসলাম (Op.W.1)** জবানবন্দি প্রদান করত যথাক্রমে দরখাস্ত ও লিখিত আপত্তিতে উল্লেখিত বক্তব্যকে পরস্পর সমর্থন করেছেন।

Pt.W.1 এর জবানবন্দি মতে, নালিশী সম্পত্তির মালিক ছিলেন নগেন্দ্র। নগেন্দ্রের কন্যা বিন্দুবাসীর সাথে বিজয় চক্রবর্তীর বিবাহ হয়। নগেন্দ্র গত ১৮/০১/১৯৪৫ ইং তারিখে ১ নং রেজিষ্ট্রিকৃত উইল মুলে তাহার যাবতীয় স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বিজয় কৃষ্ণ বরাবর হস্তান্তর করেন। বিজয় কৃষ্ণ তার চাচাতো ভাই অমল কান্তি কে অরেজিষ্ট্রিকৃত ১৮/০২/১৯৪৯ ইং তারিখে মুক্তিনামা মূলে স্বত্ব দখল হস্তান্তর করেন। পরে বিজয় ভারতবাসী হয়। অমল কান্তি ৩১/৮৭ নং প্রবেট মামলা করলে ১৮/১১/১৯৯১ ই তারিখে তা মঞ্জুর হয়। অমল কান্তির নামে বি এস জরিপ হয়েছিল। উক্ত প্রেক্ষিতে দরখাস্তকারী তফসিলী সম্পত্তি অবমুক্তির অধিকারী। **জেরাতে তিনি বলেন যে,** দাখিলী আম-মোক্তারনামা ২৪/১০/২০১৩ ইং তারিখের। যোগেশ চন্দ্রের অমল কান্তি সহ ০৫ পুত্র ছিল। নগেন্দ্রের ৩ কন্যা ছিল। ছোট কন্যার নাম বিন্দু বাসিনী। বিন্দুবাসিনী ভারতে মারা গেছেন।

কামরুল ইসলাম (Op.W.1) তার জবানবন্দিতে বলেন যে, নালিশী ভুমির আর এস রেকর্ডীয় মূল মালিক ভারতবাসী হলে, উক্ত সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তির শ্রেনীভুক্ত হয়ে গেজেটের ক তফসিলে অর্ন্তভুক্ত হয়। নালিশী ভুমি চন্দনাইশ থানাধীন গেজেটের ৪৪৭ ও ৪৯৪ নং ক্রমিকের অন্তর্ভুক্ত হয়। সরকার ভি.পি মামলা নং ১১/৮৫-৮৬ ও ১২/৮৫-৮৬ মূলে একসনা ইজারা প্রদান করে। নালিশী সম্পত্তি সরকারী সম্পত্তি হয়। প্রার্থী তা কোনভাবেই পাবার হকদার নন।
জেরাতে তিনি বলেন যে, প্রার্থীক দুই দাগের জমি নিয়ে মামলা করেছে। মূল মালিক ছিল বিন্দুবাসিনী। নালিশী সম্পত্তি যখন সরকার লিজ দেয় তখন তা সরকারের দখলে ছিল। সত্য নয় যে লীজ প্রদানকালে ঐ জমি মূল মালিক অমল কান্তি চক্রবর্তীর দখলে ছিল। সত্য নয় যে বাংলাদেশে বসবাসকারী মূল মালিকের সম্পত্তি সরকার তার অগোচরে নিয়ম বর্হির্ভূতভাবে ঐ সম্পত্তি লিজ প্রদান করে। লীজ গ্রহীতা কে কবে দখল দেওয়া হয়েছে তা তার স্মরণ নেই। সত্য নয় সরকার কখনো লীজ গ্রহীতাকে দখল প্রদান করেননি। সত্য নয় নালিশী সম্পত্তি সবসময় অমল কান্তি ও তার ওয়ারীশগনের ভোগদখলে ছিল।

উভয় পক্ষের দরখাস্ত ও লিখিত আপত্তি, সাক্ষীগনের বক্তব্য ও উপস্থাপিত দালিলপত্র ইত্যাদি পর্যালোচনা করলাম। দরখাস্তকারী পক্ষ কর্তৃক দাখিলকৃত প্রদর্শনী-১, ১(ক) ও ৬ পর্যালোচনায় দেখা যায়, নালিশী সম্পত্তির মূল মালিক নগেন্দ্র তাহার নামে আর এস ১৩৫৭, ৯৯৯ এবং ১৪৪২ নং খতিয়ান শুদ্ধরুপে প্রচার আছে। ইহা স্বীকৃত যে, নগেন্দ্রের এক কন্যা ছিল বিন্দুবাসিনী যার সাথে যোগেশ চন্দ্রের পুত্র বিজয় কৃষ্ণের বিবাহ হয়। প্রদর্শনী -২ হতে দেখা যায়, নগেন্দ্র চন্দ্র তাহার যাবতীয় স্থাবর ও অস্থাবর

সম্পত্তি ২২/০১/১৯৪৫ ইং তারিখের রেজিষ্ট্রিকৃত উইলমূলে কন্যা জামাতা বিজয় কৃষ্ণ বরাবর হস্তান্তর করেন। দরখাস্তকারীপক্ষ দাবি করেন যে, বিজয় কৃষ্ণ উইলমূলে অর্জিত উক্ত সম্পত্তি দেখাশুনা করার জন্য তাহার চাচাত ভাই অমল কান্তি কে ১৮/০২/১৯৪৯ ইং তারিখে একখানা লিখিত মুক্তিনামা প্রদান করেন। সেই থেকে যোগেশের পুত্র অমল কান্তি চক্রবর্তী উক্ত সম্পত্তি ভোগদখলে থাকেন। প্রদর্শনী- ১(খ) ও ১(গ) প্রকাশিতমতে, অমল কান্তির নামে বি এস ১৩২৮ ও ৪৮৩ নং খতিয়ান হয় যা হতে এরুপ ধারনা আসে যে তিনি উক্ত সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়ে ভোগ দখলকার ছিলেন। প্রদর্শনী- ৩ হতে দেখা যায়, প্রবেট কেস নং ৩১/১৯৮৭ মামলায় অমল কান্তি চক্রবর্তী গত ১৮/১১/১৯৯১ ইং তারিখে আদালত হতে প্রবেট প্রাপ্ত হন। প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলি যুক্তিতর্ক উপস্থাপনকালে অরেজষ্ট্রি মুক্তিনামা মূলে কোন স্বত্ব স্বার্থ হস্তান্তরিত হয় না দাবি করিলেও অমল কান্তি বরাবর প্রবেট মঞ্জুর হওয়ায় উইলকৃত সম্পত্তি পরিচালনে ও ভোগদখলে কোনরুপ আইনী প্রতিবন্ধকতা নেই বলে আমি বিবেচনা করি।

প্রদর্শনী-৫, গেজেট পর্যালোচনায় দেখা যায়, নালিশী তফসিলী সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে তালিকাভুক্ত হয় এবং উক্ত সম্পত্তির মালিক ভারতবাসী বিন্দু বাঁশী চক্রবর্তী। প্রদর্শনী- ২ ও প্রদর্শনী- ৩ হতে ইহা স্পষ্ঠ যে, বিন্দুবাসী চক্রবর্তীর পিতা নগেন্দ্র চন্দ্র নালিশী সম্পত্তি সহ সকল স্থাবর অস্থার সম্পত্তি কন্যা জামাতা বিজয় কৃষ্ণ কে উইল করেছেন এবং পরবর্তীতে দরখাস্তকারী অমল কান্তি চক্রবর্তী উক্ত উইলমূলে প্রবেট লাভ করেন।

সরকার প্রতিপক্ষের সাক্ষী Op.W.1 দাবি করেছেন নালিশী সম্পত্তি ভি.পি কেস নং ১১/৮৫-৮৬ মূলে মদন মোহন ভট্টাচার্য এবং ১২/৮৫ ৮৬ মূলে মিলন কান্তি ভট্টাচার্য লীজ গ্রহন করেন এবং ভোগদখলে রয়েছেন। অপরদিকে দরখাস্তকারীপক্ষ তা সম্পূর্ণ অস্বীকার পূর্ব দাবি করেন যে, লীজ প্রদানকালে নালিশী সম্পত্তি সরকারের দখলে ছিল না বরং নালিশী সম্পত্তি অমল কান্তি চক্রবর্তী ও তার ওয়ারীশগনের দখলে ছিল। Op.W.1 লীজ গ্রহীতাকে কবে কখন দখল দেওয়া হয়েছে তৎবিষয়ে কিছুই বলতে পারেননি। এমন কি তারা লীজ সম্পত্তি কিভাবে ভোগদখল করছেন তৎবিষয়ে কোন স্পষ্ঠ তথ্য প্রদান করেননি। দরখাস্তকারীপক্ষ দাবি করেছেন যে নালিশী সম্পত্তি তাদের ভোগদখলে রয়েছে। অমল কান্তি চক্রবর্তীর নাম বি এস খতিয়ানে রেকর্ড হওয়া এবং তার বরাবরে প্রবেট মঞ্জুর হবার বিষয়টি নালিশী সম্পত্তিতে তাহার দখল বিষয়ে ইতিবাচক ধারনা দেয়। সার্বিক বিবেচনায় অত্র আদালতের অভিমত এই যে, প্রার্থীপক্ষ মূল মালিক আর এস রেকর্ডী নগেন্দ্রের সম্পাদিত উইল মূলে প্রবেট প্রাপ্ত হয়ে নালিশী সম্পত্তির ভোগ দখলে আছেন।

যুক্তিতর্ক শুনানিকালে প্রার্থীপক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলি নিবেদন করেন যে, প্রার্থীপক্ষ নালিশী সম্পত্তি উইলমূলে প্রবেট লাভে ভোগ দখলে থাকায় মূল মালিকের স্বার্থাধিকারী হিসাবে প্রার্থীপক্ষ নালিশী সম্পত্তি অবমুক্তি পাওয়ার অধিকারী।

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন ২০০১ *এর ২(ড)* ধারা মতে অর্পিত সম্পত্তি অবমুক্তির আদেশ পাওয়ার হকদার মালিক অর্থ-

"যে ব্যক্তির সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে তালিকাভূক্ত হইয়াছে সেই মূল মালিক বা তাহার উত্তরাধিকারী, বা উক্ত মূল মালিক বা উত্তরাধিকারীর স্বার্থাধিকারী,

বা **তাহাদের অনুপস্থিতিতে তাহাদের উত্তরাধিকারসূত্রে এমন সহ-অংশীদার** যিনি বা যাহারা ইজারা গ্রহন বা অন্য কোনভাবে সম্পত্তির দখলে রহিয়াছেন----"

প্রার্থী মূল মালিকের উইলসূত্রে প্রবেট প্রাপ্ত হওয়ায় মূল মালিকের সম্পত্তিতে স্বার্থাধিকারী বিধায় অবমুক্তি পাওয়ার হকদার বলে আমি বিবেচনা করি।

প্রদর্শনী ৩ প্রবেটের কপি পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রার্থী অমল কান্তি চক্রবর্তী নালিশী আর এস ১৪৪২ নং খতিয়ানের ৩৫৭১ নং দাগের ০৮ শতক এবং ৩৫৫৬ দাগের ২১ শতক সম্পত্তিতে প্রবেট প্রাপ্ত হন। প্রার্থীপক্ষের দাবিকৃত, আর এস ১৩৫৭ নং খতিয়ানের আর এস ৩৫৫৭ নং দাগের ৮.৫০ শতক ভূমি প্রবেট অন্তর্ভূক্ত নহে। এমনকি আর এস ৯৯৯ নং খতিয়ানভূক্ত ৩৫৩৯ দাগের ৬ শতক ভূমিও প্রবেট অন্তর্গত নহে।

প্রদর্শনী-৫ গেজেট পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, আর এস ১৪৪২ নং খতিয়ানের ৩৫৫৬ ও ৩৫৭১ দাগের (১০.৫০ + ৮.০০) = ১৮.৫০ শতক ভূমি অর্পিত সম্পত্তির তালিকায় অন্তর্ভক্ত হয়েছে যা প্রবেটের তফসিল ভূক্ত সম্পত্তি। সুতরাং প্রার্থীক শুধুমাত্র উক্ত ১৮.৫০ শতক সম্পত্তি প্রবেটের ভিত্তিতে অবমুক্তি পাবার হকদার বলে আমি মনে করি। উক্ত প্রেক্ষিতে প্রার্থীকের দরখাস্ত আংশিক মঞ্জুরযোগ্য মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ (ট্রাইবুন্যাল মামলা নং ৭৮৬/২০১২)

মিলন কান্তি ভট্টাচার্য (Pt.W.1) এবং কামরুল ইসলাম (Op.W.1) জবানবন্দি প্রদান করত যথাক্রমে দরখাস্ত ও লিখিত আপত্তিতে উল্লেখিত বক্তব্যকে পরস্পর সমর্থন করেছেন।

প্রার্থীপক্ষে সাক্ষী Pt.W.1 দাবি করেন যে নালিশী সম্পত্তির আর এস মালিক নগেন্দ্র মরনে কন্যা বিন্দু বাসী তৎ স্বত্ব লাভ করে। পরবর্তীতে বিন্দু বাসিনী ১৯৬৫ ইং সনে নালিশী জমি তার কাকাতো ভাই দরখাস্তকারীদের বরাবর ত্যাগ করে ভারত চলে যায়। তার পিতা হরকিশোর কান্তি ভট্টাচার্য এবং আর এস রেকর্ডী নগেন্দ্র আপন কাকাতো ভাই হয়। তিনি দাবি করেন যে তারা ভি.পি মামলা নং ১২/৮৫-৮৬ নং মামলা মূলে ইজারা গ্রহন করে নালিশী সম্পত্তিতে ভোগদখলে আছেন। আর এস রেকর্ডী হরকিশোর মরনে তারা দরখাস্তকারীগণ ওয়ারীশ হন এবং নালিশী জমি ভোগদখল করতে থাকেন। **সরকার পক্ষ জেরাতে** এই সাক্ষীকে তারা আর এস রেকর্ডীর কোন ওয়ারীশ হন না মর্মে সাজেশন দিলে তিনি তা অস্বীকার করেন।

শান্তিপদ ব্যানার্জি (Pt.W.2) জবানবন্দিতে বলেন যে, হরকিশোর কে তিনি চেনেন। হরকিশোর এর পিতা রামকিশোর। তার মায়ের নাম জানেন না। নগেন্দ্র ত্রিপুরাচরনের পুত্র । তিনি ত্রিপুরাচরণ কে দেখেছেন। হরকিশোর যুদ্ধের আগে মারা যায়। নগেন্দ্র ও হরকিশোর ফুফাতো জেঠাতো ভাই। **সরকার**

পক্ষ জেরাতে এই সাক্ষীকে তিনি নগেন্দ্র ও হরকিশোর কে চেনেন না এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছেন মর্মে সাজেশন অস্বীকার করেন।

সরকার পক্ষে কামরুল ইসলাম (Op.W.1) তার জবানবন্দিতে বলেন যে, নালিশী ভুমির আর এস রেকর্ডীয় মূল মালিক ভারতবাসী হলে, উক্ত সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তির শ্রেনীভুক্ত হয়ে গেজেটের ক তফসিলে অর্ন্তভুক্ত হয়। নালিশী ভুমি চন্দনাইশ থানাধীন গেজেটের ৪৪৭ ও ৪৯৪ নং ক্রমিকের অন্তর্ভুক্ত হয়। সরকার ভি.পি মামলা নং ১১/৮৫-৮৬ ও ১২/৮৫-৮৬ মূলে একসনা ইজারা প্রদান করে। নালিশী সম্পত্তি সরকারী সম্পত্তি হয়। প্রার্থী তা কোনভাবেই পাবার হকদার নন।
জেরাতে তিনি বলেন আর এস ৩৫৪৯ ও ৩৫৫৭ দাগের জমি নগেন্দ্রের ছিল। নগেন্দ্রের কন্যা বিন্দু বাসিনী কিনা তিনি তা জানেন না। নগেন্দ্রের পিতা ত্রিপুরামোহন এবং রামকৃষ্ণ তাহার সহোদর ভাই কিনা তিনি তা জানেন না। রামকৃষ্ণের পুত্র হরকিশোর এবং হরকিশোর এর পুত্র প্রার্থীগণ কিনা জানেন না। প্রার্থীগণ নগেন্দ্রের কাকাতো ভাইয়ের পুত্র 'কিনা জানেন না। প্রার্থীগণ বিরোধীয় ভুমিতে দখলে থাকায় সরকার তাদের কে ইজারা দেয়। বিন্দু বাসিনী মারা যাওয়ার পর উক্ত দাগাদির সম্পত্তি কাকাতো ভ্রাতা হিসাবে প্রার্থীগণ ওয়ারীশ হিসাবে নালিশী জমির দখলে থাকার বিষয়ে তার জানা নেই। প্রার্থীগণ বর্তমানে ইজারাদার হিসাবে দখলে আছে। ৩৩৫৯/২০১২ মামলার অমল কান্তি চক্রবর্তী নালিশী দুই দাগের ভুমিতে কোন দখলে ছিল না। সত্য নয় যে, প্রার্থীগণ বিন্দু বাসিনীর কাকাতো ভাই হিসাবে একমাত্র উত্তরাধিকার হিসাবে অবমুক্তি পাবার অধিকারী।

প্রার্থীপক্ষে দাখিলী প্রদর্শনী- ১ ও ১(ক) মতে, নালিশী আর এস ৯৯৯ ও ১৩৫৭ খতিয়ানভুক্ত সম্পত্তির মূল মালিক ছিল নগেন্দ্র চন্দ্র। উক্ত নগেন্দ্র চন্দ্রের ০৩ কন্যার মধ্যে কনিষ্ঠ কন্যা ছিল বিন্দু বাসিনী যাহার সাথে বিজয় কৃষ্ণের বিবাহ হয়। ইতোমধ্যে পেয়েছি যে, নগেন্দ্র চন্দ্র তাহার কনিষ্ঠ কন্যা জামাতা বিজয় কৃষ্ণ বরাবর তাহার সকল স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি উইল করেছেন। ৩৩৫৯/২০১২ নং মামলার প্রদর্শনী-৩ প্রবেটের কপি দৃষ্টে, বিজয় কৃষ্ণের কাকাতো ভ্রাতা অমল কান্তি চক্রবর্তীর অনুকুলে প্রবেট মঞ্জুর হয়। কিন্তু, উক্ত প্রবেটের তফসিল পর্যালোচনায় দেখা যায়, নালিশী আর এস ৯৯৯ ও ১৩৫৭ নং খতিয়ানের কোন ভুমি প্রবেটের অন্তর্ভক্ত হয়নি।

মিলন কান্তি ভট্টাচার্য Pt.W.1 এর দাবিমতে, বিন্দু বাসিনী ১৯৬৫ সনে ভারতবাসী হওয়ারকালে নালিশী সম্পত্তি দরখাস্তকারীগণ বরাবর অর্পন করে যান। প্রার্থীপক্ষ বিন্দু বাসিনীর কাকাতো ভাই হিসাবে উত্তরাধিকারসূত্রে নালিশী সম্পত্তি অবমুক্তি পাবার অধিকারী মর্মে দাবি করেছেন। প্রদর্শনী -১ ও ১(ক) পর্যালোচনায় দেখা যায়, আর এস রেকর্ডী নগেন্দ্র চন্দ্রের পিতা ত্রিপুরাচরণ ভট্টাচার্য এবং আর এস রেকর্ডী হরকিশোর এর পিতা রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য। স্বীকৃতমতে প্রার্থীকগণ হরকিশোর এর পুত্র এবং বিন্দু বাসিনী নগেন্দ্রের কন্যা হয়। প্রার্থীপক্ষ দাবি করেছেন যে, ত্রিপুরাচরণ ভট্টাচার্য ও রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য উভয়ে আপন ভ্রাতা এবং তাদের পিতার নাম ভোলানাথ ভট্টাচার্য। এদিকে ৮০ বছর বয়সী সাক্ষী শান্তিপদ ব্যানার্জি

(Pt.W.2) জবানবন্দি দিয়ে বলেছেন যে নগেন্দ্র এবং হরকিশোর ফুফাতো-জেঠাতো ভাই। যদি এই সাক্ষীর সাক্ষ্য সত্যও ধরে নিই, তবুও ত্রিপুরাচরণ এবং রামকৃষ্ণ কোনভাবেই আপন ভ্রাতা নন। তাছাড়া, এরুপ দাবির সমর্থনে প্রার্থীপক্ষ কোন বিশ্বাসযোগ্য দালিলিক প্রমান বা ওয়ারিশ সনদপত্র দেখাতে পারেননি। সুতরাং প্রার্থীপক্ষের এ দাবি সত্য নয় মর্মে প্রতীয়মান হয়। সার্বিক বিবেচনায় প্রার্থীকগণ নগেন্দ্র কিংবা তাহার কন্যা বিন্দু বাসিনীর উত্তরাধিকারী নন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

প্রার্থীপক্ষ দাবি করেছেন যে, বিন্দু বাসিনী ভারতে যাবার পূর্বে দরখাস্তকারীগণ বরাবর নালিশী সম্পত্তি অর্পন করে গেছেন এবং সেই থেকে তারা উক্ত সম্পত্তিতে ভোগদখলে আছে। প্রার্থীপক্ষের দাখিলী লিজ এগ্রিমেন্ট প্রদ-৪ এবং ডি রিস আর, প্রদ-৫ ও প্রদ-৫(ক)-৫(ঙ) দ্বারা ইহা প্রমাণিত যে দরখাস্তকারী মিলন কান্তি ভট্টাচার্য উক্ত সম্পত্তি লিজ গ্রহন পূর্বক ভোগদখল করিতেছেন।

সার্বিক বিবেচনায় প্রার্থীপক্ষ লীজমূলে নালিশী সম্পত্তিতে ভোগদখলে থাকলেও মূল মালিকের উত্তরাধিকারী না হওয়ায় নালিশী আর এস ৯৯৯ ও ১৩৫৭ খতিয়ানের ৩৫৪৯ ও ৩৫৫৭ দাগের ১৪$\frac{১}{২}$ শতক সম্পত্তি অবমুক্তি পাবার অধিকারী নন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

<u>আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ (ট্রাইবুন্যাল মামলা নং ৬৭৬৭/২০১২)</u>

সমর ভট্টাচার্য্য (Pt.W.1) এবং **কামরুল ইসলাম (Op.W.1)** জবানবন্দি প্রদান করত যথাক্রমে দরখাস্ত ও লিখিত আপত্তিতে উল্লেখিত বক্তব্যকে পরস্পর সমর্থন করেছেন।

সমর ভট্টাচার্য্য (Pt.W.1) এর জবানবন্দি দৃষ্টে, দরখাস্তকারী তার পিতা হয়। তিনি আম-মোক্তারনামা মূলে সাক্ষ্য দিচ্ছেন। তার ভাষ্যমতে, নালিশী ভুমির মূল মালিক নগেন্দ্র চন্দ্র যার কোন পুত্র সন্তান ছিল না। বিন্দু বাসী চক্রবর্তী নামে তার এক কন্যা ছিল যার সাথে বিজয় কৃষ্ণের বিবাহ হয়। নগেন্দ্র মারা গেলে তৎ স্বত্ব কন্যা বিন্দু বাসিনী প্রাপ্ত হয়। বিন্দুবাসীর স্বামী বিজয় কৃষ্ণ মারা গেলে তৎস্বত্ব বিন্দু বাসী প্রাপ্ত হয়। নলিশী আর এস ৩৫৫৬ দাগে মোট সম্পত্তির পরিমান ২৮ শতক। উক্ত দাগ ভুমি আর এস ১৪৪২ এবং $\frac{১৪৪২}{১}$ নং পৃথক খতিয়ানে বিভক্ত হয়। ১৪৪২ নং খতিয়ানে ২১ শতক এবং $\frac{১৪৪২}{১}$ নং খতিয়ানে ৭ শতক। উক্ত ৭ শতক ভুমি তাহার মৌরশী সম্পত্তি বিধায় তারা ১৪৪২ নং খতিয়ানে সহ-অংশীদার। তার পিতা নালিশী সম্পত্তি লিজ মূলে ভোগদখলে ছিলেন। নালিশী ভুমি বিন্দু বাসীর নামে ক তালিকাভুক্ত হয়। বিন্দুবাসীর নামে বি এস জরিপ না হয়ে ভিন্ন ব্যাক্তির নামে জরিপ হয়। তিনি নালিশী ভুমির অবমুক্তির প্রার্থনা করেন।

সমর ভট্টাচার্য্য (Pt.W.1) তার জেরাতে বলেন যে, নালিশী ভুমির গেজেট ক্রমিক ৪৭৪ এবং আর এস খতিয়ান নং ১৪৪২। নালিশী পুকুর ও পুকুর পাড়ে তারা সহ-অংশীদার। পুকুরের চার আনায় তাদের

পূর্বপুরুষের স্বত্ব আছে। তিনি দাবি করেন যে, যাদের সম্পত্তি অর্পিত হয়েছে তারা তাদের জ্ঞাতী হয়। পরে বলেন যে তিনি পাশ্ববর্তী ভুমির মালিক। খতিয়ান কিংবা দলিল কিংবা অন্যভাবে তাদের স্বত্ব নেই। তারা নালিশী সম্পত্তি লিজ গ্রহন করেছেন। তিনি নালিশী ভুমি অবমুক্তি পাবার হকদার মর্মে দাবি করেন।

কামরুল ইসলাম (Op.W.1) তার জবানবন্দিতে বলেন যে, নালিশী ভুমির মূল মালিক ভারতবাসী হওয়ায় সেই সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তির ক তফসিলে অর্ন্তভুক্ত হয়। নালিশী ভুমি চন্দনাইশ থানাধীন গেজেটের ৪৪৭ ও ৪৯৪ নং ক্রমিকের অন্তর্ভুক্ত হয়। সরকার ভি.পি মামলা নং ১১/৮৫-৮৬ ও ১২/৮৫-৮৬ মূলে একসনা ইজারা প্রদান করে। নালিশী সম্পত্তি সরকারী সম্পত্তি হয়। প্রার্থী তা কোনভাবেই পাবার হকদার নন।

এই সাক্ষী তার জেরাতে বলেন যে, আর এস ৩৫৫৬ ও ৩৫৭১ দাগের মূল মালিক ছিল নগেন্দ্র। নগেন্দ্র ও প্রার্থী একই বংশের কিনা তার জানা নেই। প্রার্থীক পূর্ব থেকে নালিশী আর এস ৩৫৫৬ ও ৩৫৭১ দাগের ১৮.৪০ শতক ভুমি দখলে থাকায় সরকার ১১/৮৪-৮৫ নং মামলা মূলে ইজারা প্রদান করেছে। প্রার্থী অদ্যবদি নালিশী ভুমিতে দখলে আছেন। দুই দাগে মদনমোহন দখলে আছে।

যুক্তিতর্ক উপস্থাপনকালে প্রার্থীপক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলি নিবেদন করেন যে, নালিশী খতিয়ানে প্রার্থী ওয়ারীশসূত্রে সহ-শরীক এবং লীজ মূলে দখলে থাকায় প্রার্থীক আইনের বিধান মোতাবেক নালিশী সম্পত্তি পাবার হকদার। প্রার্থীপক্ষে দাখিলী প্রদর্শনী- ৩ ও ৩(ক) পর্যালোচনায় দেখা যায়, নালিশী আর এস ৩৫৫৬ দাগের ২৮ শতক ভুমি দুটি খতিয়ানে বিভক্ত হয়ে ১৪৪২ নং খতিয়ানে ২১ শতক এবং $\frac{১৪৪২}{১}$ খতিয়ানে ৭ শতক রেকর্ড হয়। প্রদর্শনী -৪ হতে দেখা যায়, $\frac{১৪৪২}{১}$ নং খতিয়ানের মালিক ছিলেন প্রার্থীকের পিতামহ রত্নেশ্বর। যেহেতু দুটি খতিয়ানেই ৩৫৫৬ নং দাগ বিদ্যমান রয়েছে সুতরাং প্রার্থীক নালিশী ১৪৪২ নং খতিয়ানে উত্তরাধিকার সূত্রে সহ-অংশীদার হন মর্মে প্রতীয়মান হয়। প্রদর্শনী-০৬ হতে দেখা যায় প্রার্থীক নালিশী সম্পত্তির লিজ গ্রহীতা। দখল সমর্থনে কতিপয় ডি.সি আর, প্রদ- ৫, ৫(ক)-৫(ঘ) দাখিল করিলেও বাস্তবে ৩৩৫৯/২০১২ নং মামলার প্রার্থীক দখলে আছে মর্মে পাওয়া গিয়াছে। যাইহোক, প্রার্থীক নালিশী খতিয়ানে ওয়ারীশসূত্রে সহ-অংশীদার এবং উক্ত ভুমি লীজমুলে দখলে থাকার দাবি করিলেও প্রার্থীক নালিশী সম্পত্তি অবমুক্তি পাবার হকদার নন। **কেননা, প্রার্থীক নালিশী খতিয়ানে আর এস রেকর্ডী রত্নেশ্বরের সহিত উত্তরাধিকারসূত্রে সম্পর্কিত হলেও নালিশী সম্পত্তির মূল মালিক নগেন্দ্র চন্দ্র বা বিন্দু বাসিনীর সাথে উত্তরাধিকারসূত্রে কোনভাবে সর্ম্পকিত নয়।** Pt.W.1 জেরায় নিজেই স্বীকার করেছেন তারা নালিশী সম্পত্তির পাশ্ববর্তী ভুমির মালিক। নালিশী ভুমিতে খতিয়ান কিংবা দলিল কিংবা অন্যভাবে তাদের স্বত্ব নেই। প্রার্থীপক্ষ নালিশী ১৪৪২ নং খতিয়ানের ৩৫৫৬ ও ৩৫৭১ দাগের ১৮.৫০ শতক ভুমি অবমুক্তির প্রার্থনা করেছেন যাহা ট্রাইবুন্যাল মামলা নং ৩৩৫৯/২০১২ এর প্রার্থীক এর বরাবরে অবমুক্ত হতে পারে মর্মে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। সুতরাং অত্র প্রার্থী নালিশী সম্পত্তি অবমুক্তি পাবার হকদার নন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

সার্বিক পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, ৩৩৫৯/২০১২ নং মামলার প্রার্থীক আর এস রেকর্ডী নগেন্দ্র কর্তৃক সম্পাদিত উইলের প্রবেট প্রাপ্ত হওয়ায় মূল মালিকের স্বার্থাধিকারী হিসাবে প্রাপ্ত প্রবেটের ভিত্তিতে আর এস ১৪৪২ নং খতিয়ানের আর এস ৩৫৫৬ ও ৩৫৭১ দাগের আন্দরে তৎসামিল বি এস ৪৮৩ খতিয়ানের ৪১৮৫ ও ৪১৮৬ দাগের (১০.৫০ +৮.০০) = ১৮$\frac{১}{২}$ শতক পুকুর ও পুকুরপাড় ভুমি অবমুক্তি পাবার হকদার মর্মে আমি বিবেচনা করি। অপরদিকে, উক্ত প্রার্থীকের দাবিকৃত আর এস ১৩৫৭ খতিয়ানের আর এস ৩৫৫৭ দাগ তৎসামিল বি এস ১৩২৮ খতিয়ানের ৪১৬২,৪১৭১, ৪১৭২ ও ৪১৭৬ দাগের ৮.৫০ শতক ভুমি প্রার্থীকের বরাবরে মঞ্জুরীকৃত প্রবেটের তফসিল বর্হিভুত সম্পত্তি হওয়ায়, প্রার্থীক বরাবরে উক্ত সম্পত্তি অবমুক্ত করা যাবে না। উক্ত সম্পত্তি সরকারের শাসন সংরক্ষনেই থাকবে। সুতরাং ৩৩৫৯/২০১২ নং মামলার প্রার্থীকের আবেদন আংশিক মঞ্জুরযোগ্য মর্মে বিবেচ্য হয়।

এছাড়া ৭৮৬/২০১২ নং মামলার প্রার্থীগণ নালিশী সম্পত্তি লীজমুলে ভোগদখলে থাকলেও মূল মালিকের সাথে উত্তরাধিকার সূত্রে কোনভাবেই সম্পর্কিত নন বিধায় দাবিকৃত ৯৯৯ ও ১৩৫৭ নং খতিয়ানের আর এস ৩৫৪৯ ও ৩৫৫৭ দাগ আন্দরে ১৪$\frac{১}{২}$ শতক ভুমি উক্ত প্রার্থীগণ অবমুক্তি পাবার হকদার নহেন। উক্ত ১৪$\frac{১}{২}$ শতক সম্পত্তিতে প্রার্থীগন একসনা ইজারামূলে বছর বছর ইজারা ফি পরিশোধের মাধ্যমে দখল বহাল রাখতে পারবেন বা অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন ২০০১ এর ২৭ ধারার বিধান মতে সরকার হতে খরিদ করার ক্ষেত্রে বা স্থায়ী ইজারা পাওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবেন।

এছাড়া ৬৭৬৭/২০১২ নং মামলার প্রার্থীপক্ষ নালিশী ১৪৪২ নং খতিয়ানের ৩৫৫৬ ও ৩৫৭১ দাগের ১৮.৫০ শতক ভুমি অবমুক্তির প্রার্থনা করলেও উক্ত সম্পত্তি ৩৩৫৯/২০১২ নং মামলার প্রার্থীক এর বরাবরে অবমুক্তির সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় প্রার্থী নালিশী সম্পত্তি অবমুক্তি পাবার হকদার নন।

সার্বিক বিবেচনায় ৩৩৫৯/২০১২ নং মামলার বিচার্য বিষয় প্রার্থীকের অনুকুলে আংশিক এবং ৭৮৬/২০১২ ও ৬৭৬৭/২০১২ নং মামলার বিচার্য বিষয় প্রার্থীপক্ষের প্রতিকুলে নিষ্পত্তি করা হলো।

প্রদত্ত কোর্ট ফি সঠিক আছে।

অতএব,

আদেশ

হয় যে, অত্র ৩৩৫৯/২০১২ নং মামলা ১-৫ নং প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দো-তরফা সূত্রে বিনা খরচায় আংশিক মঞ্জুর করা হল। নালিশী আরএস আর এস ১৪৪২ নং খতিয়ানের আর এস ৩৫৫৬ ও ৩৫৭১ দাগের আন্দরে তৎসামিল বি এস ৪৮৩ খতিয়ানের ৪১৮৫ ও ৪১৮৬ দাগের (১০.৫০ +৮.০০) = ১৮$\frac{১}{২}$ শতক সম্পত্তি প্রার্থীকের বরাবরে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ এর বিধান মতে নির্দিস্ট সময়ের মধ্যে

অবমুক্ত করে দেয়ার জন্য ১-৫ নং প্রতিপক্ষকে নির্দেশ প্রদান করা হল। ১-৫ নং প্রতিপক্ষ কর্তৃক অত্র আদেশ কার্যকর করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অত্র আদেশের একটি অনুলিপি ১ নং প্রতিপক্ষ জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম বরাবর প্রেরণ করা হোক।

এছাড়া, ৭৮৬/২০১২ ও ৬৭৬৭/২০১২ নং মামলা দো-তরফাসূত্রে প্রতিপক্ষদের বিরুদ্ধে বিনা খরচায় নামঞ্জুর করা হলো।

উল্লেখ্য যে, আর এস ৯৯৯ ও ১৩৫৭ নং খতিয়ানের আর এস ৩৫৪৯ ও ৩৫৫৭ দাগ তৎসামিল বি এস ৭৯২ ও ১৩২৮ নং খতিয়ানের ৪১৭৮, ও ৪১৬২, ৪১৭১, ৪১৭২ ও ৪১৭৬ দাগের আন্দরে ১৪$\frac{১}{২}$ শতক সম্পত্তি সরকারের মালিকানায় থাকবে এবং সরকার তা আইনানুসারে শাসন-সংরক্ষন বা হস্তান্তর করতে পারবে।

আমার স্বহস্তে টাইপকৃত ও সংশোধিত

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত, ও
অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত ট্রাইবুনাল
পটিয়া আদালত, চট্টগ্রাম।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত, ও
অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত ট্রাইবুনাল
পটিয়া আদালত, চট্টগ্রাম।